গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

ডোমনি ঃ গৌড়বঙ্গের গৌণ লোকসংস্কৃতি

ডোমনি

১।	গানের নাম ডোমনি	ঃ	সাধারণ পরিচয় ও তার অঞ্চল
২।	ডোমনি গান	ঃ	নামকরণের তাৎপর্য, উৎস এবং উৎসবকাল
৩।	ডোমনি গান	ঃ	গোত্র বিচারের নিরিখে
৪।	ডোমনি গান	ঃ	আদি থেকে অন্তের পর্ব বিভাগ
৫।	ডোমনি গান	ঃ	আয়োজক থেকে দর্শক
৬।	ডোমনি গান	ঃ	কলাকুশলী ও পোশাক পরিচ্ছদ
৭।	ডোমনি গান	ঃ	একটি পূর্ণাঙ্গ দল
৮।	ডোমনি গান	ঃ	আঙ্গিক পরিবর্তনের কারণ
৯।	ডোমনি গান	ঃ	শিল্পীদের আর্থসামাজিক অবস্থা
১০।	ডোমনি গান	ঃ	চেনার বিশেষ উপায়
১১।	তথ্যসূত্র		

গানের নাম ডোমনি : সাধারণ পরিচয় ও তার অঞ্চল

গৌড়বঙ্গের লোক সংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে 'ডোমনি' একটি অন্যতম লোক আঙ্গিক। গম্ভীরা, খন এবং আলকাপের পরে পরেই এই লোক সংস্কৃতির চাহিদা। গম্ভীরা, খন, আলকাপের সাথে 'গান' শব্দটি জুড়ে গিয়ে গম্ভীরা গান, খন গান, আলকাপ গান নামে তাদের পরিচিতি বাড়লেও মূলত প্রত্যেকটিই এক প্রকার লোক নাটক। বিশেষ করে গীতি-নৃত্য-অভিনয় সহযোগেই এর পালা পরিবেশিত হয়। আমাদের এ পর্বের আলোচ্য বিষয় ডোমনিও কিন্তু 'ডোমনি গান' নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত এবং গীতি, নৃত্য, অভিনয় সহযোগেই এর পালাগুলিও অভিনিত হয়। ফলে ডোমনিও আসলে এক প্রকার লোক নাটক।

মূলত মালদা জেলার মানিকচক, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় এর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি। এছাড়া পাশ্ববর্তী রাজ্য ঝাড় খন্ড এবং বিহারের কিছু অঞ্চলে বার হাওয়া, তিন পাহাড়, রাজমহল এবং তালঝারি সহ কাছাকাছি এলাকায় এই ডোমনি সংস্কৃতিক অঞ্চল বলেই চিহ্নিত হয়েছে আমাদের কাছে। তবে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ডোমনির দলগুলি রাজ্যর বিভিন্ন জেলা সহ হিন্দী-ঘোট্টা ভাষাভাষি অঞ্চলে দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানে তাদের নিমন্ত্রন করে এবং তারা সেখানে গিয়ে ডোমনির পালা পরিবেশন করে এসেছে।

মূলত হিন্দী-বাংলা মিশ্রিত 'খোট্ট' এক ধরনের কৃত্রিম ভাষা-ভাষি অঞ্চলেই ডোমনির বিপুল জনপ্রিয়তা। ফলে ডোমনির মূল পালাগুলিও রচিত পরিবেশিত হয় প্রধানত খোট্টা ভাষাতেই। প্রচলিত পরিবেশের বাইরে গিয়ে ডোমনি পরিবেশিত হলে সাধারণত স্টান্ডার্ড বাংলা সহ খোট্টা ভাষায় পালাগুলি অভিনিত হয়। পালার দীর্ঘতা ২ থেকে ৩ ঘন্টা সর্বাধিক। কন্সার্ট/মুখপাদ—আসরবন্ধনা—নাচারি—মূলপালা; ডোমনির পরিবেশণ রীতি এভাবেই সমাপ্ত হয়। অনেক সময় মুখপাদের পরেই শুরু হয়ে যায় মূল পালা। তখন পালার দীর্ঘতা ৩০/৪০ মিনিটের বেশি হয় না।

ডোমনিগান ঃ নামকরণের তাৎপর্য, উৎস এবং উৎসবকাল

লোকটকের নাম 'ডোমনি'— কেন এমন নাম করণ? এ প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক। নামে কি যায় আসে? লোক নাটক 'ডোমনি'- এই নামকরণ নিয়ে গবেষক ও বিশ্লেষকদের মধ্যে নানা ধরণের মত পার্থক্য ও মতানৈক্য দেখা গেছে। তবে প্রায় কেউই নিঃসংশয় ভাবে 'ডোমনি' নামের উৎস নির্ধারণ করতে পারেন নি। সেই সমস্ত গবেষক এবং বিশ্লেষকরা কে কি মত প্রকাশ করেছেন তা আমরা একবার দেখে নিতে পারি—

ডোমনির সর্বপ্রথম গবেষক প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী সুবোধ চৌধুরী মহাশয়। তিনি ডোমনি নামকরণের উৎস খুঁজতে গিয়ে বিশেষত বেশ কয়েকটি মত প্রকাশ করেছেন যেমন— পূর্বে বিবাহদি সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে সম্ভ্রান্ত গৃহস্ত বাড়িতে ডোম স্ত্রী-পুরুষদের দল নাচ-গান করত। সঙ্গে চলত মাঙ্গন এবং অশ্লীল গানও।

"এই গানগুলি কোনো লোকালয়ের গেরস্থ বাড়ির উঠোনে জুড়ে দিলে গৃহকর্তার বিশেষ অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠত নিশ্চয়। তখন তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য ব্যগ্রতা দেখা দিতো। আর ডোমনি দলের গায়করা ঝোপ বুঝে কোপ মারতে শুরু করতো। প্রাপ্য মাঙ্গনের পরিমান নিয়ে চলতো দর কষাকষি। এই মাঙ্গন, অশ্লীল গান গাওয়া প্রভৃতি ডোমজাতির নৃত্যগীত পরায়ণতার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই এসেছে এই সংগীতধারা এবং সেজন্যই এই নাম।"[১]

এ প্রসঙ্গে তিনি 'ডোমকচ্' গানের প্রসঙ্গ এনে বলেন যে ডোমনি গানের উৎপত্তির মূলে এই ডোমকচ গান। তাঁর মতে—

"ডোমকাচ হলো পুরুষ ডোমের চরিত্রে অভিনয়। শুধুমাত্র মহলিরাই এই অভিনয় করতেন। এর দ্বারা পুরুষ সম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সৃষ্ট নাট্য গুনসমন্বিত সংগীতধারার নামকরণ ডোম-নারীর নামে করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই নাম ডোমনি।"[২]

ডোমনিদের মাঙ্গন বিষয়ক কয়েকটি গান এবং আদি রসাত্মক একটি করে গানের নমুনা নিচে আমরা লক্ষ্য করব—

১। "কেদো চিনা হ্যাম্ ন্যহী লেবো/সূপ্যা ভরিকে (কুলাভর্তি) ধান লেবো
ডোম্যাকে কুছ্ মাঙা দান।

কাঁহা গে মাষ্টারকে বহু

দেন্যা কুছু দান গে ডোমানি

ডোমরা পড়ই ছো বেরাম গে ডোমনি

ভুখ্ যাইছো প্রান যে ডোমানি।।"[৩]

২। "লাগি গ্যয়ো বেগমবাজার দিল জানিয়া এ্যাহিরে

বাজার মে কিয়া কিয়া বিকাতু হ্যায়

এক নেমু দু' আনার দিল জানিয়া

কিয়ে কারন্যা কে নেমুয়া রে নেমুয়া

কিয়া কারন্যা কে আনার দিল জানিয়া।

রসুয়া (রস) চুলানেকা নেমুয়া রে নেমুয়া

কিয়া কারন্যা কে আনার দিলজানিয়া।

রসুয়া (রস) চুলানেকা নেমুয়া রে নেমুয়া

পিয়াওয়া খেলানে কা আনার দিল জানিয়া।"[৪]

এখানে বলে রাখা ভালো "নারী বক্ষ বুঝাতে নারেঙ্গী (কমলালেবু), আনার এবং স্ত্রী যৌনাঙ্গ বুঝাতে "লেম্যু" বা লেবুর উল্লেখ দেখি।"[৫]

গবেষক সুনীল কুমার দাস তার গবেষণা মূলক প্রবন্ধ— 'মালদহের একটি ব্যতিক্রমী লোক-আঙ্গিক ডোমনি' তে ডোমনি গানের উৎস সম্পর্কে জানাচ্ছেন—

"ডোমনি কত দিনের পুরোনো, কবে কোথায় কিভাবে এই সাংস্কৃতিক ধারাটির প্রচলন হয়েছিল, এর সাথে উল্লিখিত আচার অনুষ্ঠান বা ধর্মের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল কিনা—এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। গ্রামের প্রধান শিল্পীদেরও এসব অজানা।"[৬]

"বক্তব্যের বিষয়গুলিকে এখানে নাচ-গানের মাধ্যমে একটি বিশেষ কায়দায় দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। অনেক সময় নাটকে উক্ত সংলাপগুলিকে পুনরায় গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করার রেওয়াজ আছে বলে নাটকটি তুলনামূলক ভাবে একটু বেশি গীতিবহুল হয়ে পড়ে। হয়তো এই কারণেই এটি এই এলাকায় ডোমনি গান নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকবে।"[৭]

ডোমনি অঞ্চলের ভূমি পুত্র এবং হরিরামপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রী

অমর চন্দ্র কর্মকার ডোমনি গানের উৎস ও নামকরণ সম্পর্কে তার অভিমত জানাচ্ছেন এভাবে—

"ডোমনি সমাজের সর্বত্রই কুলো, চ্যাঙারি বিক্রির উদ্দেশ্যে গমন করে। এ ধরনের চরিত্র প্রচন্ড মুখরাও হয়। তাছাড়া এরা সবসময় নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। ফলে ডোমনির জবানিতে কেচ্ছা কেলেঙ্কারির বর্ণনা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।"[৮]

একদা ডোমনি গানের দলপ্রধান কিশোর রায় ডোমনি গানের নামকরণের উৎস সম্পর্কে বলেছেন—

"ডোম একটি সম্প্রদায়ের নাম সাধারণত ডোমের স্ত্রীকেই ডোমনি বলে। মগধের একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখায় ডোমনি আসলে এক শ্রেণীর বাঈজী নাচ।"[৯]

শ্রী শচীন মন্ডল 'লৌকিক সৃজনি' ডোমনি দলের প্রধান তিনি তার মত ব্যক্ত করে বলেন— অন্যদের থেকে তার আলাদা কোন মত নেই। তবু তার ধারণা—

"ডোমের মেয়েরা মোড়ল মাতব্বরদের সামনে তাদের কু-কথার ব্যাখ্যা তুলে ধরত। সাধারণত লোকে যা জানতেই পারত না তাই-ই ডোমনিদের মুখ দিয়ে নেশার ঘোরে বেরিয়ে পড়ত। সাধারণত ডোমনিরা কাউকেই ভয় পেত না এবং তারা ছিল প্রতিবাদী। মানুষ এই প্রতিবাদী রূপটিকে ধরে রাখার জন্য লোকনাট্যের আশ্রয় গ্রহণ করায় উক্ত লোক নাট্যের নাম হয়েছে ডোমনি।"[১০]

এছাড়া 'চর্যাগীতি'র ১০, ১৪, ১৮, ১৯, ৪৭ নং পদ সংকলনে কোন না কোন ভাবে ডোমণির কথা উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে পদ সংকলনের অংশ গুলি একটু দেখে নেওয়া যাক— ১০ নং চর্যা —

"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়ি আ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়ি আ।।
আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিল কাহ্ন কাপালি জোই লাগ।।"[১১]

"বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅ পত্র জাইব পুনু জিনউরা।।"[১২]

"কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাঙরিআলী।

অন্তে কুলিনজন মাঝে কাবালী।।

তঁই লো ডোম্বী সঅল বি টলিউ।"[১৩]

"কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।।

ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।"[১৪]

"সমতাজোএঁ জলিঅ চন্ডালী।।

ডাহ ডোম্বিঘরে লাগেলি অগি।"[১৫]

বলা বাহুল্য, 'চর্যাপদ' বৌদ্ধ তন্ত্র সাধনার গান ও দোহা এ বিষয়ে কারও মতপার্থক্য থাকার কথা নয়। কেননা 'ডোমনি' বা 'ডোম্বী' বৌদ্ধ তন্ত্র সাধনার প্রভৃত ক্ষমতা অধিকারিনী এক শক্তিশালী দেবী। বৌদ্ধিক তান্ত্রিক গ্রন্থে এই দেবীর বিশেষ জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। নেপালিরা-ও ভুটিয়া মন্ডল চিত্রে 'গোর্যাদি অষ্টদেবী'র একজন হলেন ডোম্বী।

"পিকিং শহরের মন্দিরে তাঁহাদের পৃথক ধাতুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকটি মূর্তিতে দেবীদের নাম খোদাই করাও দেখা গিয়াছে। সেই জন্য এই দেবীদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। এ স্থলে দেবীরা ভীষণাদর্শণা, নগ্না, শুষ্কনৃমুন্ডমালা সুশোভিতা এবং প্রত্যালীঢ়াসনা।

দেবীরা সকলেই বাম হস্তে হৃৎপ্রদেশে মুষ্টি সহিত তর্জনী প্রদর্শন করেন এবং পদ্মের উপর নৃত্য করিতে থাকেন।

আটজন দেবীই সাধারণত দেখিতে এক প্রকারের, কেবল পার্থক্য তাঁহাদের বর্ণে এবং দক্ষিণ হস্তস্থিত প্রহরণে। দক্ষিণ হস্তে তাঁহারা যে যে অস্ত্র বা মুদ্রা ধারণ করেন তাহা হইতেই তাঁহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল—

১। গৌরী — শ্বেতবর্ণা দক্ষিণে অঙ্কুশধারী।

২। চৌরী — পীতবর্ণা দক্ষিণে পাশধরা।

৩। বেতালী — রক্তবর্ণা দুই হাতে শৃঙ্খলধারী।

৪। ঘস্মরী — হরিদ্বর্ণা দক্ষিণে বজ্রাঙ্কিত ঘন্টাধারী।

৫। পুক্কসী — নীলবর্ণা দক্ষিণে বোধি চিত্তঘটহস্তা।

৬। শবরী — শুভ্রা বর্ণা দক্ষিণে মেরুপবর্তধারী।

৭। চন্ডালী — নীলবর্ণা দক্ষিণে বহ্নিকুন্ডধারী।

৮। ডোম্বী — বিচিত্রবর্ণা দক্ষিণে মহাধ্বজপতাকা ধারণ করেন।"[১৬]

এই মতকে সমর্থন করেন— পৌরাণিকার রচয়িতা অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও। "তিনি বৌদ্ধদেব ৮ম সৌরীর শেষক্ত দেবীর নাম ডোম্বী বলেই উল্লেখ করেছেন। এই দেবী বিশ্ববর্ণা ও উদ্ধৃত তর্জনী।"[১৭]

তবে আমাদের বিশেষ ভাবে মনে হয়, চর্যাপদের ডোম্বী বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধণার ডোম্বী দেবী এবং আমাদের আলোচ্য লোকনাট্যের ডোমনি একই ডোম্বী দেবী। সম্ভবত ব্রাহ্মন্য আধিপত্যের যুগে গৌড়ীয় সমাজের শৈব-বৌদ্ধদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে আত্মরক্ষার একটি প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় ফলে বৌদ্ধদের 'ডোম্বী' এবং শৈবদের 'শিব' কে সাংসারিক গাট ছড়ায় বাধিয়ে ফেলার প্রক্রিয়ার ফলে আজকের ডোমনি গানের সূত্রপাত।

ক্ষেত্র গবেষণার সময় আমরা জানতে পারি — ডোমনি গানের শিল্পীদের মধ্যে আরও একটা মত চালু আছে। মতটি এরকম— সর্প দংশনে লক্ষীন্দরের মৃত্যু হলে বেহুলা লক্ষীন্দরের সহগামী হয়ে নদীতে ভাসতে চাইলে সনকা বাধা দেন। কিন্তু বেহুলা তার প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকে। তখন সনাকা তাঁকে অভিশপ্ত করে যে,—"প্রথম ঘাটে তুমি সম্পদ হারাবে। দ্বিতীয় ঘাটে লক্ষীন্দরকে ফেলে দিয়ে এবং তৃতীয় ঘাটে ডোমকে স্বামী রূপে গ্রহণ করবে।

ছমাস পরে লক্ষীন্দর জীবিত হয়ে ফিরে আসলে ডোম্বীর ছদ্মবেশে বেহুলা তাঁর শ্বশুর শাশুড়ির সামনে উপস্থিত হয়। এই ঘটনাকে মনে রাখতে ডোমনি গানের উৎপত্তি।

বাইশ কবির মনসা— পুঁথিতে ও উক্ত ঘটনাকে সমর্থন করে—

"বিপুলায় বলে বাক্য, শুন প্রানেশ্বর।
নিকটে এসেছি দেখ চম্পক নগর।।
পুষ্প সাজী গঠে দাও বাঁশের ব্যজন।
ডোমনী হইয়া যাইব শাশুড়ী সদন।।
মায়া বেশে যাব আমি চম্পক নগর।
জানিব পদ্মাকে কি না পুজে সদাগর।।

ডোমনী বেশে যাবো শ্বশুর আবাসে।

পুষ্প-সাজী ব্যজনাদি লইয়া বিশেষ।।"[১৮]

লক্ষীন্দরের যান্মাষিক অনুষ্ঠানের দিন বেহুলা—

"ডিঙ্গা হতে নামি তীরে দেব অলঙ্কার এড়ে

ধরিলেক ডোমনীর বেশ।

মলিন বসন পারি, আঙ্গুলে পিওলাঙ্গুরী,

ডোমবেশে বাঁধিলেন কেশ।।

দুই কর্ণে কর্ণ-ফুলে পিওল বলয় পড়ে হাতে।"[১৯]

বলা বাহুল্য উক্ত পদগুলি, ডোমনি শিল্পীদের ধারণাকে দৃঢ়তা দান করে একথা অস্বীকার করার নয়।

অন্যদিকে মালদার লোকসংস্কৃতি গবেষক ও অধ্যাপক শ্রী শচীন্দ্র নাথ বালা মহাশয় ডোমনি গান সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলেছেন—

"মূলত ডোম সমাজেরই গান ছিল ডোমনি। ডোম সমাজের দৈনন্দিন বাস্তব ঘটনা বলাই ছিল এই গানের বিষয় বস্তু। সেটা পরবর্তীকালে সর্ব শ্রেণীর মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে।"[২০]

ডোমনি গানের উৎপত্তির ইতিহাস আমরা আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় এমনকি অন্যান্য গবেষকদের গবেষণামূলক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ থেকে তেমনভাবে পাইনি। তবে অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ বালা তার গ্রন্থে বলেছেন যে "বর্তমান ঝাড়খন্ডের অন্তর্গত রাজমহল পাহাড়ের পাশে ফুলবাড়িয়া" গ্রামে বহুপূর্ব থেকেই ডোমনি গানের প্রচলন ছিল। এই অঞ্চলের পাশ্ববর্তী অঞ্চল হচ্ছে মালদহের মানিকচক, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর। মাঝে কেবল গঙ্গা নদী। স্বভাবতই ডোমনির প্রভাব পড়েছে মালদহের এইসব অঞ্চলে। বিশেষ করে পূর্ব বিহারের বহুলোক মালদহে এসে বসতি স্থাপন করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিও বয়ে এনেছেন। তার মধ্যে ডোমনি গান একটি। জানা যায় স্বর্গীয় সীতা প্রামাণিক মালদহে ডোমনি গানের সূচনা করেন।"[২১] কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় এমন কোন তথ্য পাইনি। তাছাড়া শচীন্দ্রনাথ বালা মহাশয় কেবলমাত্র সীতা প্রামাণিক নামটি উল্লেখ করেছেন মাত্র। তার যুক্তি গ্রাহ্য কোন তথ্য কিন্তু উপস্থাপন করেন নি। ঐ ব্যক্তির জন্ম কত সালে,

কবেই বা ডোমনি গানের সূচনা করেন, দলে কে কে ছিল প্রভৃতি তথ্য গুলির কিছুই তিনি উল্লেখ করেন নি। ফলে অধ্যাপক বালার ডোমনির উৎপত্তির ইতিহাস কতখানি যথার্থ তা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে আমাদের ধারনা চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব আন্দোলনের পরে পরেই এই গানের প্রাধান্য লাভ করে এবং খন গানের অনুজ।

ডোমনিগান ঃ গোত্র বিচারের নিরিখে

ডোমনি— নামটি যে চমকপ্রদ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু ডোমনি নিয়ে গবেষক ও নিবন্ধকদের মধ্যে নামকরণের বিষয় নিয়ে নানা ধরনের মত পার্থক্য থাকলেও গোত্র বিচার নিয়ে তেমন কোন মতভেদ পরিপেক্ষিত হয়না বললেই চলে। সকলের মতামত প্রায় একই রকম। নিচে দেখে নেওয়া যাক গবেষকদের বিশেষ মতামত। ডোমনির গোত্র বিচার সম্পর্কে।

মাননীয় সুবোধ চৌধুরী মহাশয় ডোমনি গানের গোত্র সম্পর্কে বলেছেন—

ক) "গম্ভীরা, আলকাপ, ডোমনি— লোকনাট্যের তিনটি উল্লেখযোগ্য ধারার প্রসূতি-ভূমি বলা চলে মালদহ জেলাকে।"[২২]

খ) "ডোমনি" নামক লোকনাট্য ধারার পরিচয় তেমন ঘটেনি।"[২৩]

গ) 'গান'— এই অভিধাটি প্রযুক্ত হলেও ডোমনি আসলে লোকনাট্য।"[২৪]

স্বভাবতই ঁমন্ত্রী গবেষক সুবোধ চৌধুরীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে 'ডোমনি'-কে তিনি লোকনাট্যের অঙ্গিভূত বলেই মনে করেন।

অধ্যাপক শচীন বালা বলেন, 'ডোমনি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় জানিয়েছেন— ডোমনি গান হলেও লোকনৃত্য, লোকগীতি এবং লোক নাট্যের মিশ্রনেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। "তাই ডোমনি গান তিন অঙ্গের যথা অভিনয়, গীত ও নাচ-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এজন্য একে লোকনাট্য, লোকগীতি, লোকনৃত্য বলা হয়ে থাকে।"[২৫]

মালদার বিখ্যাত শ্মশান সাদুল্লাপুরের পাশের গ্রাম দুর্লভ পুরের বাসিন্দা বংশ পরম্পরায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যাদের রক্তে ঢুকে গেছে, সঙ্গে স্থানীয় লোক সঙ্গীতের চর্চা ও অন্যতর মাত্রা দান করেছে নেপাল গোস্বামী পরিবারকে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে লোক সংগীতের গবেষক আর্য চৌধুরীকে

ডোমনি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন—

"এ গান (ডোমনি) জেলার মানিকচকের খুব জনপ্রিয় লোকায়ত গীতিনাট্য।"[২৬]

আর্য্য চৌধুরী নিজে ডোমনি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন যে "এখনও সমসাময়িক ঘটনার ওপর গান-নাটক তৈরি হচ্ছে।"[২৭] বলা বাহুল্য আর্য্য চৌধুরীর মতকে সমর্থন করলে ডোমনিকে 'গীতিনাট্য' বলেই মেনে নিতে হয়।

স্থানীয় অন্য আর এক গবেষক শ্রী সুনীল কুমার দাস আলোচনা করতে গিয়ে খুব সুন্দর ভাবে এবং সংক্ষিপ্ত কথায় বুঝিয়েছেন ডোমনি—গান না নাটক। তাঁর বক্তব্য একবার লক্ষ্য করা যাক—

"ডোমনি গান হল নাচে-গানে-সংলাপে "ভরপুর একটু লোক-নাটক। বক্তব্যের বিষয়গুলিকে এখানে নাচ-গানের মাধ্যমে একটি বিশেষ কায়দায় দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। অনেক সময় নাটকে উক্ত সংলাপগুলিকে পুনরায় গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করার রেওয়াজ আছে বলে নাটকটি তুলনামূলকভাবে একটু বেশি গীতিবহুল হয়ে পড়ে। হয়তো এই কারণেই এটি এই এলাকায় ডোমনি গান নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকবে।"[২৮]

অধ্যাপক অমর চন্দ্র কর্মকার একটি প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ডোমনিকে লোকনাটক বলেই বর্ণনা করেছেন এভাবে—

"একটি ধারা প্রাচীন রূপে লোক জীবনকে অবলম্বন করে ক্ষীণ প্রায় হয়ে আজও বেঁচে আছে। বলা যায়, ধ্বংসের প্রতীক্ষা করছে। মালদা জেলার ডোমনি এই ধারারই অন্যতম একটি লোকনাটক।"[২৯]

তরুনী গবেষিকা দেবশ্রী পালিত তার 'মালদা জেলার ডোমনি গান সাম্প্রতিক সমীক্ষা' গ্রন্থে ডোমনি সম্পর্কে ক্ষেত্র সমীক্ষার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—"এই অঞ্চলের লোক সঙ্গীতের উপর কাজ করতেই তো আমার এতদূর চলে আসা। ডোমনী — মালদা ঝাড়খন্ড সীমান্ত লাগোয়া গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে 'চাই' সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত।"[৩০]

— তরুণী এই গবেষিকার বক্তব্যকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা। প্রথমত, তিনি কেবলমাত্র ক্ষেত্র গবেষণায় ডোমনি শিল্পীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মাত্র। তাছাড়া ডোমনি গানের কোন পালা অভিনয়ও তিনি দেখেন নি সম্ভবত। ফলে লোকশ্রুতি 'ডোমনিগান'কে তিনি লোকসঙ্গীত বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ডোমনিকে তিনি 'চাই সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত' বলে উল্লেখ করেছেন। তার এ ধারণাও ভ্রান্ত। কেননা ডোমনি গান কোন নিজস্ব সম্প্রদায়ের নয়। মূলত হিন্দী-ভোজ পুরী বাংলা মিশ্রিত খোট্টা ভাষাভাষি সকল সম্প্রদায়ের লোকেদেরই প্রিয় লোকনাটক এই ডোমনি গান।

তৃতীয়ত, ড. সুনীল চন্দ্র মন্ডল, যিনি চাই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্য অগ্রবর্তীই শুধু নয় তার 'পি এইচ ডি'র মূল গবেষণার কাজও চাই সম্প্রদায়ের উপর। "পশ্চিমবঙ্গের চাই সমাজের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি" এই গ্রন্থে চাই সম্প্রদায়ের সার্বিক দিক সুনিপুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের কোথাও একবারের জন্যও তিনি উল্লেখ করেন নি— 'ডোমনি' চাই সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত। এমন কি তাঁদের সঙ্গীত তালিকায়—"বিয়ের গীত, পুতুল কনে ভাসানোর গীত, ঝুমুর গান, হোলী গান, আলকাপ ও গম্ভীরা গান, পানসোই গান"[৩১]

—এর নাম উল্লেখ করলেও ডোমনি গানের কথা কিন্তু উল্লেখই করেন নি। আমাদের বিশ্বাস 'ডোমনি' যদি চাই সম্প্রদায়ের নিজস্ব গান হত তাহলে তিনি নিজে আলকাপ, গম্ভীরার আগেই তালিকাভুক্ত করতেন এই গানটিকে। ফলে এ থেকে প্রমানিত ডোমনি কোন নিজস্ব সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত নয়। আঞ্চলিক লোক-নাট্য-গীত-নৃত্য সহযোগে মিশ্র সংস্কৃতি। আমাদের ক্ষেত্র গবেষণা এবং ডোমনি শিল্পীদেরও মতামত ডোমনিকে মিশ্র সংস্কৃতি বলেই প্রমাণ করে।

ডোমনিগান ঃ আদি - অন্তের পর্ব বিভাগ

প্রতিটি খাঁটি লোক নাটকে যেমন কতগুলি পর্যায় বিভাগ থাকে আমাদের এ পর্বের আলোচ্য ডোমনি গানও তার ব্যতিক্রমী নয়। আমাদের পূর্বের আলোচিত গম্ভীরা, খন, আলকাপ গান

পরিবেশনে সাধারণত যে পর্ব বিভাগগুলি আমরা সাধারণত লক্ষ্য করেছি আমাদের এ পর্বের আলোচ্য ডোমনি গানেও আমরা প্রায় সেরকমই কতগুলি পর্ব বিভাগ আমরা দেখতে পাবো। এবার নিচে ডোমনির পর্ব বিভাগগুলি একে একে লক্ষ্য করা যাক—

গানের একদম শুরুতে বাজানো হয় কনসার্ট বা মুখপাদ। তারপর আসরবন্দনা। আসর বন্দনা শেষ হলে শুরু হয় নাচারী। নাচারী নাচ হয়ে গেলে পরিবেশিত হয় পালাগান। পালাগান শেষ হলেই ডোমনি গানের আসর শেষ হয়ে যায়। সংক্ষেপে ডোমনি গানে পর্ববিভাগুলি দেখলে এভাবে দেখা যেতে পারে—

Concert বা মুখপাদ > আসর বন্দনা > নাচারী > মূলপালা।

গম্ভীরা, খন বা আলকাপের মত একদম শুরুতেই বাজানো হয় Concert বা মুখপাদ। অন্যান্য লোকনাট্যের মত ডোমনি গানের এটিও একটি বিশেষ অংশ। সাধারণত এই অংশে খোল, হারমনিয়ম, জুড়ি, ফ্লুট, আড়বাঁশি প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাজানো হয় যথেষ্ট চড়া সুরে। তার আগে যন্ত্রীরা বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র সেটিং করার জন্য কিছুক্ষণ ধরে টুং টাং শব্দ করতে থাকে। তারপর বাদ্য যন্ত্র সেটিং হয়ে গেলে ১৫/২০ মিনিট চড়া সুরে বাজনা বাজানো হয়। এই সময়টিকে বলা হয় Concert বা মুখপাদ। আশ-পাশের সাধারণ মানুষ তখন বুঝতে পারে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে ডোমনি গান। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তখন থেকেই আসরে ভীড় করতে থাকে।

বড়রা আসে একটু পরে। ছোটরা তখন থেকেই আসরের সামনে বসতে শুরু করে। বাড়ির বড়রা হাতের কাজ তাড়াতাড়ি গুটিয়ে রেখে বা সুসম্পূর্ণ করে আসরে এসে ভীড় জমাতে শুরু করে।

১৫/২০ মিনিটের Concert শেষ হলে নারী বেশী ২ বা ৪ জন পুরুষ আসরে প্রবেশ করে শুরু করে আসর বন্ধনা। তখন তাদের হাতে থাকে জ্বলন্ত ধূপকাঠি এবং প্রজ্জ্বলিত সন্ধ্যা প্রদীপ। চারিদিক ঘুরে ঘুরে তারা আসর বন্দনা করে। সাধারণত শিব, দূর্গা, কালি সহ একাধিক দেব দেবীর বন্দনা এই অংশে গীত হয়। সঙ্গে পীর, পয়গম্বর, এমনকি মহামানব এমনকি স্থানীয় সাধু-মহাপুরুষদের প্রসঙ্গও আসে আসর বন্দনাংশে। গানে উঠে আসে স্থানীয় খ্যাত নামা পুরুষের নামও। কয়েকটি আসর বন্দনার নমুনা নিচে তুলে দেওয়া হল—

১) "ভোলা হে পঞ্চানন

তোরে নাম সে কর‍্যাইছি স্মর‍্যাণ[১]।।

আরে ক্যারিও[২] স্মরান

ধ্যরলিয়ো[৩] ডোমনি গান

পা-মে শোভ্যাও জ্যাং[৪]।।

হাত মে শোভ্যাও[৫] শিঙ্গা ডমরু

বাজাইছে ঝমাঝম্।।"[৩২]

১) স্মরণ ২) করি ৩) ধরেছি ৪) নুপূর ৫) শোভন পাচ্ছে

শিব পঞ্চান-এর সাথে সাথে আছে দূর্গা, কালির বন্দনাও। পরিশিষ্টাংশে আমরা সে সব উল্লেখ করব। এবার দেখে নেওয়া যাক অন্য ধরনের আর একটি বন্দনা গান—

২) "আ হো বান্‌হিরে লেহো (বন্দনা করে নাও)

শ্রী জগরনাথ

কৌন্যারে বন্‌ধ্‌নি বাঁধ্যাবাই না।।

পূরব্ বানহ (বন্দনা করি, বন্দি) হাম্মা সূর্যদেবকে চরণ

ভ্যালা পশ্চিমা বাঁন্‌হু হম্মা পীর-পয় গম্বর।।

উত্ত্যারা বাঁন্‌হু হ্যাম্মা কালী মাইকে চরণ

হায় হো কালী মাঈকে চরণ

দক্ষিণ্যা বাঁন্‌হ্ হ্যাম্মা গঙ্গা-হনুমান।।

উপরে বাঁনহু চাঁন্ সুরুজ হো

নীচে ধরতী মাঈ

সভাকে বিচ্ মে (মধ্যে) হাম্মা বাঁন্‌হু

দশ্যাকে (দশের) চরণ।।"[৩৩]

বলা বাহুল্য আসর বন্ধনার এই অংশটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় 'খন' গানের আসর বন্দনার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিল। তাহলে কি এমন ধারণা করা যায় যে, ডোমনি গানের উৎস

খনগানের মধ্যে লুকিয়ে আছে? অথবা বলা যেতে পারে খনগানের অনুজবর্তী আমাদের এ পর্বের আলোচ্য ডোমনি লোক নাট্য।

এবার আমরা লক্ষ্য করি মহামানব বা সমাজ বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে কিভাবে ডোমনি গানে আসর বন্দনা তৈরি হয়েছে। একটি নমুনা—

"কৌনা রে বঁধনি বাঁধাব্যাই না হো ২
হায়রে বাঁধিরে লেহো দীন-দুখীকে বাত।।
পূরব-পশ্চিম বাঁধু হাম্ম্যা
কার্লমার্কস আর লেলিন
উত্তর-দক্ষিণ বাঁধু হ্যাম্মা
কমরেড হোচি-মিন।
নীচে বাঁধু মজদুর কিষান
উপ্পর ঝান্ডা লাল
সভাকে বিচ্‌মে দেলিয়ো হ্যাম্মা
স্যব্‌কে লাল-সালাম।।"[৩৪]

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এখানে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের প্রধান দুই পুরহিত কার্লমার্ক্স এবং লেলিনের প্রসস্তি গাওয়া হয়েছে। প্রসস্তি গাওয়া হয়েছে হোচিমিন এবং বামপন্থি আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী সাধারণ মানুষের।

বন্দনা অংশটির পরিচয় গবেষক সুবোধ চৌধুরী মহাশয় খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দরভাবে এই ভাবে—

"অনুষ্ঠানের শুরুতেই আসরবন্দনা। বিভিন্ন দেবদেবীকে স্মরণ করে এই বন্দনা অংশ। উর্দ্ধে আকাশের চাঁদ-সূর্য, নিচে মাতা বসুন্ধরা, কালী-দূর্গা-শিব প্রভৃতি দেব দেবীর বন্দনা শেষে সমবেত দর্শক মন্ডলীর চরণ বন্দনাও করা হয়ে থাকে। আসরে উঠে ২/৩ জন 'ছোকরা' কোথাও বা মূল গায়েন ও একজন ছোকরা বন্দনা গান ধরেন। সঙ্গে দুহারিয়া ধূয়া ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে মূল গায়েন ও ছোক্‌রার নাচ।"[৩৫]

বর্তমানের প্রচলিত চারটি ডোমনি দলের মধ্যে কেবলমাত্র সমাজ সৃজণ ডোমনি দল, মথুরাপুর ধূয়া গান করে। বাঁকি কোন দলই এখন আর ধূয়া গান করেনা।

বন্দনা গানের যে অংশটি চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টি গোচর হয়নি, সেই যায়গাটি তুলে ধরেছেন সুনীল কুমার দাস মহাশয় তাঁর সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে—

"অনুষ্ঠানের প্রথমেই হয় আসর বন্দনা। ডোমনিও তার সহযোগী শিল্পীরা বাঁশ ও কঞ্চি দিয়ে নির্মিত এক বা একাধিক বরণ ডালায় প্রদীপ জ্বালিয়ে আসরে প্রবেশ করেন। তারপর ঐ বরণ ডালা হাতে নিয়েই শুরু হয় নাচ-গান।"[৩৬]

সুনীল দাস মহাশয়ের বক্তব্য কে সমর্থন করেও আমাদের বলতে হয় যে, সরকারী বেসরকারী প্রচার মূলক ডোমনি গানে বরণ ডালা বা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অংশ একেবারেই থাকে না। কেবলমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যে ডোমনি গান হয়ে এবং কমপক্ষে ৩/৪ ঘন্টা ডোমনি আসর বসলেই কেবলমাত্র ঐ ধরনের বাহ্য আড়ম্বরের ব্যবস্থা করা হয়, কেননা ৩০/৪০ মিনিটের প্রচার মূলক পালায় যথেষ্ট সময় না থাকার কারণে এবং মূল বিষয়টি সাধারণ মানুষের বোধ গম্য করার মত যথেষ্ট সময় তাদের হাতে থাকে না।

বন্দনা গান শেষ হলে শুরু হয় নাচারী অর্থাৎ ছোকরা নাচ। ছোকরা সাধারণত নারীর ছদ্মবেশী পুরুষ। বন্দনা গানের পর নাচারীতে চলতে থাকে যৌন আবেদনময়ী নানা ধরনের হিন্দী-বাংলা-ভোজপুরী গান। প্রায় প্রত্যেক অভিনয়কারী ছোকরাকে উদ্দেশ্য করে গান করে। ছোকরা আসলে 'ডোমনি'-র অভিনয় করে। তার বিপরীতে থাকেন ডোমনা। এই অংশটিকে নাচারী বা লাচারিও বলে। সুবোধ চৌধুরীর বর্ণনায় আমরা এই অংশটিকে দেখে নিতে পারি—

"বন্দনার পর গীত সহকারে ছোকরাদের নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই অংশটিকে সাধারণত নাচারি বা লাচারি বলা হয়ে থাকে। এই অংশে 'ডোম্বনী' কে সম্বধোন করে বিভিন্ন গান বাঁধা হয়ে থাকে। নারী বেশী ছোকরাকেই 'ডোমনী' বলে সম্বধোন করা হয়ে থাকে।"[৩৭]

এই নাচারি অংশটিকে সুনীল কুমার দাসের পাঠকৃতির বয়ানে আমরা পাচ্ছি এই ভাবে—

"আসর বন্দনার পর হয় নাচারি। এ নাচ সহ গান। নাচ-গান এক সাথে হলেও এখানে

নাচের প্রাধান্যই বেশি। সামাজিক ও পারিবারিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এখানে নাচ গানের বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়। তবে বেশিরভাগই প্রেম নিবেদন মূলক। এই প্রেম নিবেদনের কান্ডটি দেখানো হয় স্বামী-স্ত্রী দেওর-বৌদি, বাড়ির চাকর ও কৃষক বৌ কিংবা অন্য যে কোন যুবক-যুবতীকে কেন্দ্র করে। তবে অন্যরকম বিষয়ও আছে।"[৩৮]

এই অন্যরকম বিষয়গুলি হতে পারে নির্বাচনি প্রচার, জনসচেতনা মূলক ঘটনা, সামাজিক বা পৌরাণিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তু নির্ধারিত ও নির্বাচিত হয়ে থাকে।

অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ বালা নাচারি অংশটির বর্ণনা করেছেন তার নিজস্ব ঢঙে, সঙ্গে ছোকবার ভূমিকাটিও সুন্দরভাবে তুলে ধরে বলেছেন—

"লাচারিকে নাচারিও বলা হয়ে থাকে। এই নাচারিতে নাচ হয়। যিনি নাচেন তিনি গানও করেন। একজন ছোক্‌রা নাচারিতে নাচেন। ছোকরা মানে হচ্ছে একজন পুরুষ যে স্ত্রী লোকের বেশ ধারণ করে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই ছোক্‌রা চরিত্রটি। গোটা পালায় তা বেশ ভালো ভূমিকা থাকে। নাচ-গান এবং অভিনয়ে পারদর্শী হতে হয় এই ছোকরা চরিত্রের। নাচারির পর শুরু হয় মূল পালা।"[৩৯]

নাচারী নিয়ে বিভিন্ন বক্তা ও গবেষকদের মন্তব্য এবং আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে ধারণা জন্মেছে যে— একজন নারী বেশি পুরুষ, যাকে ছোকরা বা ডোমনী নামে অবিহিত করা হয়। বন্দনা পরবর্তী অংশে যে নিজে যেমন নাচ ও গানে অংশগ্রহণ করে তেমনি তার সহশিল্পীরাও তাকে উদ্দেশ্য করে বাংলা-হিন্দী-ভোজপুরী নানা ধরনের গান করে এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে নৃত্য-গীতে অংশ নেয়। গানগুলোতে থাকে নানান অনুসঙ্গ, প্রসঙ্গ যাতে শ্রোতা বিমুগ্ধ হয়। এই অংশে প্রধান আকর্ষণ ডোমনী রূপী ছোকরা। গান এবং নাচের তালে তালে বাদ্য যন্ত্রীরা তাদের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নাচারিদের সঙ্গত করে। সম্ভবত এই পর্বে নৃত্যের মাত্রা অধিক থাকায় নাম হয়েছে নাচারি।

গম্ভীরায় শিবের যা ভূমিকা ডোমনীতে ডোমনিরও একই ভূমিকা। তবে গম্ভীরাতে যেমন গোটা পালাতে শিবের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত, ডোমনিতে তেমন দেখা যায় না। নাচারি অংশে ডোমনির প্রভাব থাকলেও মূল পালাতে তার প্রভাব কমে যায়। নাচারির পরবর্ত্তী অংশ পালা গান।

তবে নাচারির কিছু অংশ আমরা দেখে নিতে পারি—

সুনীল কুমার দাসের কাছ থেকে পাওয়া নাচারির একটি অংশ

"পিয়া মোর র‍্যাহে পর দেওয়া হে ন্যনদে
চিঠিয়া লিখাই দে
তোহার ভাইকে বোলাইদে হে ন্যনদে চিঠিয়া লিখাই দে
পিয়া বিনা জিয়ারা উদাস হে ন্যনদে"।[৪০]

গানের অর্থ — প্রিয় মোর রয়েছে বিদেশে গো ননদ
একটা চিঠি লিখে দাও তাকে—
তোমার ভাইকে তাড়াতাড়ি ডেকে আন চিঠি লিখে
নইলে আমার উদাস মন ভালো হবে না।"

বলা বাহুল্য স্বামীর পরস বঞ্চিত বধুর এহেন আর্তি যেন আমরা গীতগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ কাব্যকে মনে করিয়ে দেয়। এ গানের কথা নাচারির কণ্ঠে গাইলেও সর্বজনিনতা লাভ করে।

নাচারির আর একটি অংশ—

"দেওরা হে জরাসা থাম্
মাথা ফৌড়িকে দে দেবো হে জান্
তোর ভাউজি খোজি খোজি হো গেলিও হয়রান
দেওরা হে জরাসা থাম্...।
সোনাকে টুক্‌রা হাম্মার দেওরা
পূর্ণিমাকে চাঁপ
ধাপ্‌হিকে ক্যল্‌সি গল্লামে রশশি
ন্যই দিয়ো হে জান্।। দেওরা হে...."

ভাউজিকে ছোড়ি গাছ মে চড়ি
ন্যই দিয়ো হে জান
দেওরা হে..."[৪১]

গানের অর্থ— ওগো ঠাকুর পো একটু দাঁড়াও। নইলে আমি আমার মাথা ফাঁটিয়ে জীবন দিয়ে দেব। আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি একটু মাত্র সময় দাড়াও। আমার সোনার টুকরো ঠাকুরপো, তুমি আমার পূর্ণিমার চাঁদ। তুমি ভরা কলসিতে ফাঁস লাগিয়ে ডুবে জীবন দিয়ে না গো। তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়ে গাছে চড়ে মৃত্যুবরণ করো না আমার প্রিয় ঠাকুরপো।

এছাড়া এরকম আরো অনেক রকম নাচারি আছে তা পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পরিশিষ্ট উল্লেখ করব। নাচারির পরবর্তী অংশের নাম পালা গান। অর্থাৎ মূল পালা অভিনিত হয় এই অংশে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে নাচারির শেষ হলেই পালা গান শুরু হয় না। নাচারি এবং পালা-র মধ্যকার ১০/১২ মিনিটের একটি ছোট অংশ থাকে। এই অংশটিকে একজন জোকার অদ্ভুত সাজ পোশাকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নানা রকম মানুষ হাসানো কান্ড ঘটায়। যা প্রায় সকলেরই মনরঞ্জন করে এবং খুবই আকর্ষণীয়। নাক-মুখ-চোখের নানা রকম অঙ্গি-ভঙ্গি খুবই কৌতুককর বোধ হয়। বিভিন্ন শব্দের ইচ্ছা কৃত বিকৃত উচ্চার যা যে কোন লোকের হাসির উদ্রেক করে। যেমন—

ক) অঙ্গনওয়াড়ি কে উলঙ্গ গাড়ী বলার পরে ভুল শুধরে সঠিক উচ্চারণ করে জোকার।

খ) এমন কতগুলি শব্দ উচ্চারণ করে যাতে অল্প শিক্ষিত লোকেরা মনে করে ইংরেজি কথা। আসলে তা নয়। উচ্চারণ শুধু ইংরেজ ঘেঁষা। প্রভৃতি।

এই অংশটি সব দলকে সব সময় করতে দেখা যায় না। কারন, দক্ষ শিল্পর অভাব যেমন, তেমনি সময়ের স্বল্পতাও একটি বড় কারণ।

এই অংশের পরেই শুরু হয় মূল পালা। তবে দীর্ঘদিন আগে গ্রাম বা এলাকার নানা ধরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান করে মাঙন বা চাঁদা তোলা হত। তখন গান বা পালার বিষয় বস্তু ছিল ছোট। ফলে অল্প সময়েই ডোমনি গান গাওয়া শেষ হত। তাছাড়া যত বেশি বাড়ি যাওয়া যেত তত বেশি মাঙন আদায়ের জন্য এক ধরনের তাগাদাও থাকত। ফলে সময়ের স্বল্পতা ছিল কিছুটা বাধ্যতা মূলক। এই সময়ের ডোমনি গানকে বলা হত ছুট ডোমনি। খন গানেও এমন ছুট খন গাওয়া হত। পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ আকারের ডোমনি আসর বসতে শুরু করে। তখন সময়ের দীর্ঘতা বেড়ে যায়। গম্ভীরা, খন আলকাপের প্রভাব ও তত দিনে ডোমনি গানের উপর জোরালো ভাবে পড়তে থাকে। ফলে ডোমনি গানেও পর্ব বিভাগ হতে থাকে; বসতে থাকে বড় ধরনের

আসর। অধিক লাভ ও খ্যাতির আশায় পালাকারের বড় বড় আসর করতে শুরু করে। অধিক জনসমাগমের স্থানে অনুষ্ঠান করতে মনস্থির করে। এতদিনে ছিল পৌরাণিক-সামাজিক পালা, খুব বেশি হলে স্থানীয় বা পাশ্ববর্তী অঞ্চলের কোন কেচ্ছা কেলেঙ্কারি নিয়ে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হল পালার অবয়ব। ৮০ দশকের আগে অব্‌দি বর্গা আন্দোলন সহ উপরিক্ত ঘটনাই প্রাধান্য পেয়ে আসছে ডোমনি গানে।

কিন্তু ৮০ দশকের পর থেকে সুবোধ চৌধুরীর হাতে তৈরি 'লৌকিক সৃজনী' নামের সংস্থার মাধ্যমে জেলা ও জেলার বাইরে ডোমনি গানের জয়যাত্রা প্রবল ভাবে খ্যাতি বিস্তার করতে থাকে। সেই সঙ্গে সরকারি প্রচার মূলক কাজে জেলা থেকে জেলার বাইরে এমনকি ভিন রাজ্যে পর্যন্ত ডোমনির পালা অভিনিত হয়েছে কেবলমাত্র সরকারী প্রচার মূলক কাজে অথবা কোন সংস্থার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে।

প্রথমদিকে ডোমনি গানের কোন লিখিত পালা ছিল না। সবই ছিল শিল্পীদের মুখে মুখে। একটা ঘটনাকে শিল্পীদের সামনে পূর্ব থেকে বলে দেওয়া হত, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শিল্পীরা নিজের পছন্দমত কথা বসিয়ে চালাত ডোমনি আসর। তাদের কোন পূর্ব প্রস্তুতি থাকত না, এভাবেই চলত পুরনো- ডোমনি গানের দল ও ডোমনি পালা অভিনয়। কিন্তু বর্তমানে শিল্পীরা তাদের সুবিধার্থে কিছু কিছু পালা রচনা করছেন নাটকের মত করে। তবে প্রফেশনাল নাটকের গ্রুপের মত করে নয়। কেবলমাত্র হাতের সামনে মূল ঘটনার একটা খসড়াকে রাখার জন্য।

ডোমনিগান ঃ আয়োজক থেকে দর্শক

আটের দশকের আগে পর্যন্ত প্রথাগত ভাবে কোন ডোমনি দলই সরকারি অর্থের আনুকুল্যে পায়নি। তখন দর্শকরাই প্রধান আয়োজকের ভূমিকা পালন করত। কারণ সিরুয়া উৎসবের আয়োজক ও সংগঠকরাই এই গানের ব্যবস্থা করত। মানিকচক এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত দর্শকরা ডোমনি গান শুনে খুশি হয়ে আর্থিক সাহায্য করতেন অথবা ডোমনি গানের আসর বসাতে স্পেশাল ভাবে সাহায্যর্থ দিতেন।

কখনও পাড়ার বা ক্লাবের ছেলেরা এক যোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে ডোমনি গানের

আসর বসাতেন। আবার ছোট ছোট ডোমনি দল বাড়ি বাড়ি গিয়েও গান করে মাঙন আদায় করতেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুব অল্প সময়ে যে গানগুলি পরিবেশন হত তাকে বলা হত ছুট ডোমনি। সে কথা আগেই বলেছি।

আবার কখনো স্থানীয় ভূস্বামী অথবা অবস্থাপন্ন গৃহস্তের বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ডোমনি গানের আসর বসত। কিন্তু বর্তমানে সে রীতি আর তেমন নেই। ইদানিং শিরুয়া উৎসবের মাহাত্ম ও কমে গেছে। আগের মত জাঁক যমক পূর্ণতা এখন আর তেমন দেখা যায় না।

তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তার বক্তব্য প্রচার্থে ইদানিং দল গুলিকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচারাভিযানে প্রায় প্রত্যেকটি দলকেই কম বেশি অনুষ্ঠান করাচ্ছেন। এছাড়া 'লোকসৃজনি'র মত দলগুলি জেলার বাইরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যেমন নিমন্ত্রন পাচ্ছেন তেমনি ভিন রাজ্যেও নিমন্ত্রিত হয়ে প্রচারাভিযানে ডোমনি পালার অভিনয় করতে যাচ্ছেন। ফলে ডোমনির প্রসারতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দর্শকদের মধ্যে অবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই অংশগ্রহণ করে ডোমনি গানে। হিন্দু-মুসলিম কোন ধর্মীয় বিভেদ নেই এই গানে। সকল ধর্মের সহাবস্থানই ডোমনি গানে প্রাধান্য লাভ করে তা আমরা বন্দনা অংশ লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব।

ডোমনি শিল্পীরা এই গান করতে গিয়ে ৮০ দশকের আগে পর্যন্ত হীনমন্যতায় ভূগত। "তাদের ধারণা ছিল ডোমনি ছোট লোকেদের গান — এ ধারণা পাল্টে যায় ১৯৮১ সালে মানিকচক ব্লক তথ্য কেন্দ্রে।"[৪২]

রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সভাপতি সুধী প্রধান স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশিত ডোমনি পালা দেখে মন্তব্য করেছিলেন —

"সঠিক পরিচর্যা ও অনুশীলনে ডোমনি গান একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকনাট্য হয়ে উঠবে।"[৪৩]

তাঁর সেই মন্ত আজ সার্থকতা লাভ করেছে। তাঁর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি এখানেই থেমে ছিল না। ১৯৯৭ সালে আদিবাসী লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি আবার যখন মালদা আসেন তখন ডোমনি গানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক প্রাক্তণমন্ত্রী শ্রী সুবোধ চৌধুরীকে অনুযোগের সুরে বলেছিলেন —

"সুবোধ, তুমি কিছুই দেখছোনা ডোমনির। বালুরঘাটে ডোমনির অনুষ্ঠান দেখলাম। আমার মোটেই ভালো লাগেনি। সুশীল, জ্যোতি কি করছে? জিতেনের খবর কি?"[৪৪]

বলাবাহুল্য ডোমনি গানের মধ্যে তিনি যে বাংলার হারানো মানিক খুজে পেয়েছিলেন তা বলা বাহুল্য।

উক্ত ঘটনাই প্রমাণ করে বাংলার লোকনাট্যের আঙিনায়

তার অবস্থান তার দর্শকের কথা।

ডোমনিগান ঃ কলাকুশলী ও পোশাক পরিচ্ছদ

পোশাক পরিচ্ছদের তেমন কোন বালাই ছিল না প্রথম দিকে। ধূতির উপর পাঞ্জাবী পরলেই সহজেই জমিদার সাজা হত। কিংবা একটি আধ ময়লা প্যান্টের উপর আধময়লা ব্যবহৃত জামা ইন করে পরতে পারলেই বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ফিরে আসা ধনী ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন হত, সঙ্গে একজোড়া গগ্‌লোস চশমা থাকলে উপরি পাওনা।

ডোমনিকে মেয়ের পোশাক পরে ছোকড়া সাজতে হয় বলে তার মানান সই স্ত্রী পোশাকের দরকার পড়ত। কিন্তু বর্তমানে সর্বশিক্ষা মিশন,কুসংস্কার বিরোধী পালার মত নানা ধরনের পালায় আধুনিকতার ছোয়া লেগেছে। ফলে সর্বশিক্ষা অভিযানের পালার অভিনয়কালে স্কুল ড্রেস যেমন বাধ্যতামূলক তেমনি মাস্টার মশায়ের উপযুক্ত পোশাক হওয়া চাই। তাছাড়া কুসংস্কার বিরোধী পালায় পুলিশের অভিনয় থাকলে নেহাত কোন হোমগার্ড বা এন.সি.সি.র পোশাক জোগাড় করতে হয়। রাজ বা জমিদারে পাট থাকলে ইদানিং তাদের পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বলতেই হবে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে ডোমনি গানে। তাছাড়া তারা নিজেদের চাহিদা ও সুনাম বাড়ানোর জন্য পোশাকের উপর বিশেষ নজর ও দিচ্ছে। অন্যান্যদের মানানসই পোশাক হলেও পাড়ার মাতব্বর বোঝাতে হাতে এক খানা বাঁকা লাঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া জোকারের পোশাক হয় এমন যে তার পোশাক নানা রংবেরং এর হওয়ার ফলে লোকহাসানোর উপযোগী করে দর্জি দিয়ে স্পেশালভাবে তৈরি করানো হয়। এক কথায় ডোমনি গানেও যাত্রা দলের আধুনিকতার ছোয়া লেগেছে। নতুবা লুঙ্গি-গামছা-গেঞ্জি পরেও ডোমনি গান হত।

বাজনা দার

ডোমনিগানের বাজনাদাররা একই সমতলে বসে বাজনা বাজান এবং প্রয়োজনে দোহাকীর কাজ করেন। সাধারণত, হারমনিয়াম, জুড়ি, খোল-করতাল, বাজানো হয়। ইদানিং ফ্লুট, ক্লারিও নেট, বাশি ও বাজানো হচ্ছে।

ডোমনিগান ঃ একটি পূর্ণাঙ্গ দল

পল্লী কণ্ঠ ডোমনি দল - রতুয়া

১।	কিশোর রায়	মূল চরিত্র ডোম এর ভুমিকায় অভিনয়, স্ক্রিপ্ট রাইটার, সুরকার, মূল গায়ক, হারমনিয়মদার
২।	সুভাষ দাস	সূত্রধার, ভিলেন অথবা প্রয়োজন মাফিক চরিত্র
৩।	নজরুল ইসলাম	বদমাস চরিত্রে, স্থানীয় ভাষায় ভ্যাম্প বলে।
৪।	ইসলাম রায়	ধূয়া ধরতেন (দলে সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি - ৭০ বছর)
৫।	অরুণ মণ্ডল	ছোকরা
৬।	মণিন্দ্রনাথ সরকার	হারমনিয়মদার ও দোহার
৭।	গোবিন্দ চৌধুরী	ঢোলক বাদক
৮।	তারাপদ রবিদাস	বাঁশি ও ক্লারিও নেট
৯।	বীরেন সরকার	করতাল ও দোহার
১০।	জগদীশ মণ্ডল	করতাল ও দোহার
১১।	বিফল সরকার	সাধারণ আনুসঙ্গিক চরিত্র, জুড়ি
১২।	নিমাই রবিদাস	ছোকরা, দলে সর্বকনিষ্ঠ - ১৩ বছর
১৩।	আব্দুর রশিদ	স্ক্রিপ্ট রাইটার, অভিনেতা

ডোমনিগান ঃ আঙ্গিকগত পরিবর্তন

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তিন দশক আগের আটপৌরে জীবনেও এসেছে বিনোদনের হরেক বাহার। লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য তাকে অনুকরণ করা ফলত ডোমনিগানও তাকে অবিকল অনুকরণ করে এগিয়ে আসছিল ধীরগতিতে। কিন্তু ৮০ দশকের একেবারে গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুপ্রেরণা এবং কিছু শিল্পীর সৎ সাহসের উপর ভর করে মালদার মানিকচকে গড়ে ওঠে 'লৌকিক সৃজনি' নামক ডোমনি দল। প্রধান ছিলেন খ্যাতিমান শিল্প রমনীকান্ত কর্মকার। তিনি নিজে পালা লিখতেন, গান বাধতেন, অভিনয় করতেন। সেই সঙ্গে 'পল্লীকণ্ঠ' নাম দিয়ে রতুয়াতেও একটি ডোমনি দল গঠন হয়। দুটি দলেরই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন প্রয়াত সমাজ সেবি, লোকসংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সুবোধ চৌধুরী মহাশয়।

সেই থেকে ডোমনি গানের জয়যাত্রা শুরু। তারপর মালদা জেলা বইমেলা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন লোকনাট্য উৎসব গুলিতে তাদের অংশগ্রহণ ও অভিনয়ের পারদর্শীতা আপামর সবাই মুগ্ধ করেছে। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ভিন রাজ্যেও ডোমনি গানের দল নিয়ে তারা যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তেমনি খ্যাতিও অর্জন করেছেন।

তবে বিভিন্ন ক্লাব ও সরকারি প্রকল্পের প্রচারাভিযানে অংশ গ্রহণ করার দরুণ সময়ের স্বল্পতায় মিনিট পাচেকের মুখপাদের পরে পরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে মূল পালাভিনয়। ফলে বাদ পড়ে যাচ্ছে আসর বন্দনা, নাচারির মত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি। এছাড়া আগে যেখানে এক একটি পালা শেষ করতে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা সময় লাগত এখন মাত্র ৩০/৪০ মিনিটেই মুখপাদ থেকে পালা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

শোনা যায় আগে শিরুয়া উৎসব উপলক্ষে যখন ডোমনি আসর বসত তখন চলত পাল্লা-পাল্লি। অর্থাৎ কবি গানের মত ছিল 'চাপান-উতর'। সবশেষে যে দল বিজয়ী হত তার হাতে তুলে দেওয়া হত শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরস্কার। কিন্তু বর্তমানে আর তেমন দেখা যায় না। আলাদা আলাদা অনুষ্ঠান দেখে নিজগুণে বিচার করে নিতে হয় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

বর্তমানের দলগুলি টিকে আছে ব্যবসায়ী মানসিকতার উপর। কেবলমাত্র ঐতিহ্যকে ধরে রেখে অর্থের বাহুল্যই প্রধান হয়ে পড়েছে। আগের মত চৌখস পালাকারও তেমন আর দেখা যায়

না। দেখা যায়না নতুন বন্দনা গান বা নাচারী গানও। বর্তমানের দলগুলি কেবলমাত্র অন্ধ অনুকরণ ও রাজনৈতিক দলগুলির দাসত্ব করে চলেছে। ফলে সমাজ বা রাষ্ট্রের খারাপ কিছু দেখলেও তারা আর প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না তাদের গানের মাধ্যমে। পাছে সরকারী প্রকল্পের প্রচারাভিযানের তালিকার গ্রুপ থেকে বাদ যায়।

এছাড়া আগে যেখানে হ্যাসাক, মশাল জ্বালিয়ে পালাভিনয় হত এখন এসেছে বৈদ্যুতিক আলো। যেখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেই সেখানে জেনারেটর চালিয়ে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পোশাক পরিচ্ছদেও প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আগে যেখানে সমতল মাটিতে গানের আসর বসত এখন সেখানে বাঁধানো মঞ্চ তৈরি হয়। উপরে ত্রিপল বা অন্য কিছুর ছামিয়ানা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। স্ত্রী-পুরুষের আলাদা আলাদা বসার স্থান থাকে। কখনো কখনো চেয়ার বেঞ্চের ব্যবস্থাও করেন উদ্দ্যক্তারা। আগে অনুষ্ঠানের প্রচার চলত মুখে মুখে, এখন রীতিমত মাইকিং, লিফ্লেট বিলি করতে দেখা যায়। আগে সরকারী সহায়তা না পেলেও এখন পাচ্ছে।

ফলে সব মিলিয়ে ডোমনি গানের প্রতিটি দলের আগের তুলনায় অনেকটাই আঙ্গিক গত পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ছে। সব মিলিয়ে ডোমনি গানের প্রচার হয়ত বাড়ছে কিন্তু খ্যাতির পরিসর কিন্তু খুবই সীমিত।

ডোমনিগান ঃ শিল্পীদের আর্থসামাজিক অবস্থা

বর্তমানে মালদায় ডোমনির মোট ৫ টি দল। আমরা ৫ টি দলের ৩৫ জন শিল্পীর মুখমুখি সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষাগত অবস্থান যে রকম জানতে পেরেছি তা খুবই হতাশা ব্যঞ্জক। নিচে তাদের পরি সংখ্যক এবার আমরা দেখে নেব।

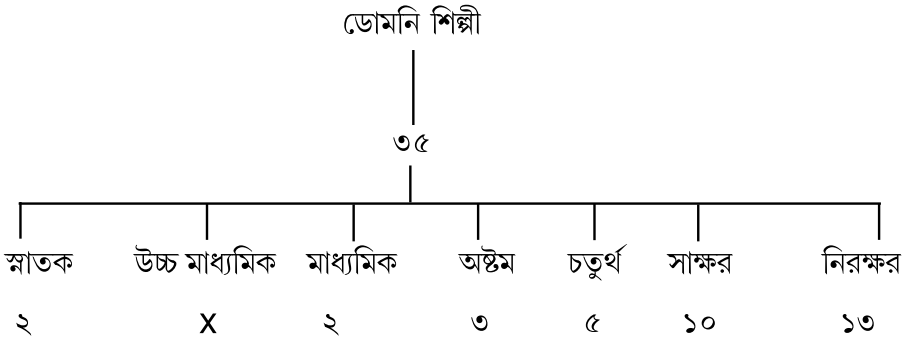

শিল্পীদের সকলেই পুরুষ। কোন মহিলা শিল্পী ডোমনি গানে নেই। এদের মধ্যে ১৫ থেকে ৭২ বছর সব বয়সের শিল্পী আছেন। ৩৫ জনের মধ্যে ১ জন চাকুরী জীবি মাত্র। বাকি সকলে কেউ বিড়ি বাঁধেন তো কেউ ভ্যান-রিক্সা চালান, কেউ শব্জী বিক্রেতা, কেউ ছাতা সারাই করে, কেউ জুতো পালিশ, জুতো সারাই, কেউ আবার মনাসাগান করে, এদের মধ্যে কেবল লৌকিক সৃজনীর বর্তমান কর্ণধার-শচীন কুমার মন্ডল ডোমনি গানের উপর নির্ভরশীল। ১জন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক ও ১ জন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক।

আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে বাকি সকলেই নিম্নবিত্তের কৌম সমাজের মানুষ। আর্থিক ভাবেও তারা খুব স্বচ্ছল নন। সামাজিকভাবে এরা চাই, নাগর, ধনুক, চর্মকার, কর্মকার, ঘোষ, নাপিত, মুসলিম, কায়স্ত এবং ব্রাহ্মনও এই গানের সঙ্গে যুক্ত। তবে বর্তমানের শিল্পীরা আর তেমন প্রানের টানে ডোমনি গাইতে আসে না আসে অর্থের টানে। যার ফলে ডোমনি গানের উৎকৃষ্টতা লাভ তেমন কোন দেখা যায় না।

পালা প্রতি ১ জন শিল্পী ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা পান। দল পরিলনার জন্য একটা অংশ আগে থেকেই তুলে নেওয়া হয় তা দিয়েই দলের খরচ চলে। দল প্রধানকে সাধারণত সম্পাদক বলে। দলের সুনাম সম্পাদক ও ডোমনির উপরই নির্ভর করে। শিল্পীদের চর্চার জন্য মানিকচকের বাকিপুরে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যায়ে চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ অর্থ একটি বিদেশী লোক নাট্য সংস্থা বহন করেছে। লৌকিক সৃজনীর শিল্পীরা সেখানেই তাদের অনুশীলন করেন। মানিকচক সহ আশ-পাশ অঞ্চলেই সমস্ত শিল্পীদের আবাসস্থল।

ডোমনিগান ঃ চেনার বিশেষ উপায়

অন্যান্য লোক নাট্যের মত ডোমনি গানেরও নির্দিষ্ট কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা দেখে ডোমনি গানকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। নিম্নে বৈশিষ্ট্য গুলি তুলে ধরা হল—

১। সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তির পরদিন শুরু হয় এই গানের অনুষ্ঠান। চলে ৩০ থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত।

২। স্থানীয় লোকেরাই এর মূল কলাকুশলি, আয়োজক, প্রচারক।

৩। সাধারণ হিন্দী-বাংলা-ভোজপুরী,মৈথিলী মিশ্রিত খোট্টা ভাষায় পরিবেশিত হয়।

৪। মুখপাদ দিয়ে শুরু হয়ে আসর বন্দনা, নাচারী এবং সব শেষে পালা গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৫। মুল আকর্ষণ ডোমনা-ডোমনি এবং ছোকরা নৃত্য।

৬। বন্দনা গানে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বানী থাকে।

৭। সাজ ঘরের তেমন দরকার হয় না।

৮। ডোমনি দলে কোন মহিলা চরিত্র থাকে না।

৯। আসরের চারদিক দর্শক পরিমন্ডলে সীমায়িত।

১০। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাঁধান মঞ্চ থাকে না।

এছাড়াও লোক নাট্যের অন্যান্য যে সমস্ত গৌণ বেশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় ডোমনি গানেও তার প্রায় প্রতিটি লক্ষণ আমরা দেখতে পাই।

তথ্যসূত্র

১। চৌধুরী সুবোধ, ডোমনি, পৃঃ-৭৩-৭৪, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্র, কোল।

২। ঐ, পৃঃ-৭৮-৭৯

৩। ঐ, পৃঃ-৭৫

৪। ঐ, পৃঃ-৭৮

৫। ঐ, পৃঃ-৭৮

৬। ড. ভট্টাচার্য মলয় শংকর, মালদা চর্চা-২, পৃঃ-১৮০, অমরভারতী, কোল

৭। ঐ, পৃঃ-১৭৯

৮। বসুনিয়া নারায়ণ চন্দ্র, লোকসংস্কৃতি অঙ্গন, পৃঃ-৬২, ক্যালণী পাবলিকেশন, চাঁচল

৯। সাক্ষাৎকার, ০২/০১/১৫, রতুয়া, মালদা

১০। মণ্ডল শচীন, সাক্ষাৎকার, মানিকচক ৫/০১/১৫

১১। ড. দাশ নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দেজ, কোল ১৪ নং চর্যা—

১২। ঐ ১৮ নং চর্যা—

১৩। ঐ ১৯ নং চর্যা—

১৪। ঐ ৪৭ নং চর্যা—

১৫। ঐ

১৬। ড. ভট্টাচার্য বিণয়তোষ, বৌদ্ধদের দেবদেবী, পৃঃ-১০৬-১০৭, চিরায়ত প্রকাশন, কোলকাতা

১৭। বন্দোপাধ্যায় অমল, পৌরাণিকা, ঐ, পৃঃ-৭২৯, ফার্মা কে এল, কোলকাতা

১৮। দাস সুনীল কুমার, সাক্ষাৎকার, মানিকচক, মালদা- ৬/৯/১৫

১৯। ভট্টাচার্য মিহির, লোকসংস্কৃতি, পৃঃ-২৫১-৫২, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্র, কোল।

২০। ড. বালা শচীন্দ্রনাথ, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মালদহ জেলা, অঞ্জলি পাবলিশার্স পৃঃ-৩১৯।

২১। ঐ

২২। চৌধুরী সুবোধ, ডোমনি পৃঃ-৪, প্রাগুক্ত

২৩। ঐ পৃঃ-৭, ঐ

২৪। ঐ পৃঃ-৪৭, ঐ

২৫। ড. বালা শচীন্দ্রনাথ, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মালদহ জেলা, পৃঃ-৩০৯, অঞ্জলি পাবলিশার্স

২৬। চৌধুরী আর্য্য, উত্তরবঙ্গের মাটি মানুষের গান, পৃঃ-৩৮৯, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল

২৭। চৌধুরী আর্য্য, সাক্ষাৎকার ১২/১১/১৪, মালদা

২৮। ভট্টাচার্য মলয় শঙ্কর, মালদা চর্চা-২, , পৃঃ- ১৭৯

২৯। বসুনীয়া নারায়ণচন্দ্র, লোক সংস্কৃতির অঙ্গন, পৃঃ-৬১-৬২ কল্যানী প্রকাশনী, মালদা

৩০। ঐ পৃঃ-১৪।

৩১। ড. মণ্ডল সুনীল চন্দ্র, ঐ পৃঃ-১৪৩

৩২। চৌধুরী সুবোধ, ডোমনি, পৃঃ-৯০, প্রাগুক্ত

৩৩। প্রাগুক্ত—পৃঃ-৯৩

৩৪। দাস সুনীল কুমার, মানিকচক ২/২/১৫ নিজস্ব সাক্ষাৎকার

৩৫। ভট্টাচার্য মিহির, লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন, পৃঃ-২৫৩-৫৪ প্রাগুক্ত

৩৬। ঐ

৩৭। ভট্টাচার্য মিহির, লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন, পৃঃ-২৫৪, প্রাগুক্ত

৩৮। ভট্টাচার্য মলয় শংকর, মালদা চর্চা-২, পৃঃ-১৮২-৮৩, প্রাগুক্ত

৩৯। ড. বালা শচীন, মালদার লোকসংস্কৃতি ও মালদহ জেলা পৃঃ-৩০৮

৪০। সাক্ষাৎকার ২/২/১৫

৪১। রমণিকান্ত কর্মকারের পুত্র সঞ্জীব কর্মকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত, খয়েরতলা, ২৬/১২/১৪

৪২। সু.চৌ - ডোমনি, পৃ - ৮, প্রাগুক্ত

৪৩। ঐ

৪৪। ঐ - ১১